Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 59
July-September, 2019

উরফ : প্রামাণিকতা ও শরয়ী বিধানে এর প্রভাব

Urf: Revisiting its Authenticity and Influence in Shariah Rulings

Atiar Rahman*

ABSTRACT

Since time immemorial custom (urf), or usage has been regulating the conduct, transactions or overall activities of human being. Custom (urf) has become so intextricably related with the nature and disposition of human being that conducting different affairis of life in isolation of it is simply impossible. The Scholars of Usul-al-Fiqh has divided the custom into different classes namely: explicit, implicit, general, special, approved, disapproved etc. The authenticity of urf is confirmed by the Qur'an, Sunnah as well as by Ijam (consensus of juristic opinions) and Qiyas (analogical deductions). Islamic Shariah has embodied certain peremptory principles which evidently has drawn the fine line between approved and disapproved urf. The four main Sunni schools of thought has scrupulously considered urf while formulating innumerable Shariah rulings. This paper has endeavoured to portray that urf has considerably influenced the formulation of Shariah rulings for ages. The author has boldly asserted that jurists should formulate Shariah rulings after considering the postive urf for the sake of public welfare.

Keywords: urf, adat (habit), shariah ruling, madhab (school of thought), law

সারসংক্ষেপ

উরফ, রেওয়াজ বা প্রথা যুগ যুগ ধরে মানুষের আচার-আচরণ, লেনদেন ও কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির সঙ্গে উরফ

* Atiar Rahman is an Assistant Professor in the department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka, email: atiarrahmandu@gmail.com

এমনভাবে মিশে গেছে যে, কারো পক্ষে এর থেকে বেরিয়ে এসে জীবনযাপন সম্ভব নয়। উসূলবিদগণ উরফকে বিভিন্ন প্রকারে বিন্যস্ত করেছেন : বাণীসূচক ও কর্মসূচক, ব্যাপক ও বিশেষ, নসযুক্ত ও নসবিহীন, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। উরফের প্রামাণিকতার ওপর কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল যেমন রয়েছে, তেমনি ইজমা ও কিয়াসের দ্বারাও উরফের প্রামাণিকতা সাব্যস্ত হয়। শরয়ী নসের সঙ্গে উরফের যেমন আনুকূল্যমূলক সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি বৈপরীত্যমূলক সম্পর্কও বিদ্যমান। উরফকে বিবেচনায় এনে শরয়ী বিধান প্রণয়নের বেশ কিছু শর্ত রয়েছে, যা অবশ্য পালনীয়। চার মাযহাবেই অসংখ্য ফিকহী মাসআলায় উরফকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এই প্রবন্ধে বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে যে, যুগ যুগ ধরে উরফ শরয়ী বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। বর্তমান সময়ে জনকল্যাণের স্বার্থে ইতিবাচক উরফকে বিবেচনায় এনে শরয়ী আইন প্রণয়ন করলে জনমণ্ডলী উপকৃত হবে।

মূলশব্দ : উরফ, আদত, শরয়ী হুকুম, মাযহাব, আইন

ভূমিকা

ইসলামী শরীআতে উরফ একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ নীতি। কারণ, ইসলামী শরীআহ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রে মানবকল্যাণ ও জনস্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শরীআহর কোনো বিধানই মানবস্বভাব ও সমাজে প্রচলিত কল্যাণকর রীতির বিরোধী নয়। এ-কারণেই শরীআহ উরফকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং শরীআহর অসংখ্য বিধান উরফকে বিবেচনায় এনে রচিত হয়েছে। উরফের প্রমাণসিদ্ধতা কুরআন ও হাদীস দ্বারা যেমন প্রমাণিত, তেমনি ইজমা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল দ্বারাও প্রমাণিত। মুজতাহিদ ও মুফতিগণ যেমন বিধান ও সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে উরফকে বিবেচনায় আনেন, তেমনি আদালতে বিচারকও উরফকে আমলে এনে রায় দিয়ে থাকেন। প্রখ্যাত মনীষীগণ উরফকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন; তবে তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞায় ঐক্য ও একার্থবোধকতা রয়েছে। তাঁরা উরফকে নানা প্রকারে ভাগ করেছেন এবং কোনটি কীভাবে শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে তা ব্যাখ্যা করেছেন। উরফ শরীআহর দলীল হতে পারবে কি-না এ ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত রয়েছে; উরফকে দালিলিক বিবেচনায় আনতে হলে এসব শর্তের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। অনেক সময় উরফ নসের বিপরীতও হতে পারে; এ ক্ষেত্রে কোনো বিধানে পরিবর্তন ঘটতে পারে। মোটকথা, মানবজীবনে শরীআহর প্রায়োগিক ক্ষেত্র তৈরি ও জীবনযাত্রাকে সহজীকরণের জন্য উরফকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। উরফ তথা রেওয়াজ ও রীতিনীতি আমলে না এনে শরয়ী বিধান প্রণয়ন করা হলে বা ফাতওয়া জারি করা হলে তা পালন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে এবং মানুষ শরীআহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। অথচ শরীআহর উদ্দেশ্যই হলো জনস্বার্থ ও মানবকল্যাণের সুরক্ষা দান করা। এভাবে উরফ শরয়ী বিধান প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

উরফের সংজ্ঞা

ইবনে ফারিস বলেছেন, উরফ (العرف: আইন, রা ও ফা) শব্দটি দুটি মৌলিক শব্দের মূলধাতু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তার একটির অর্থ হলো- ধারাবাহিকতা, ক্রমাগত (تتابُع الشيء متَّصلاً بعضُه ببعض) এবং অপরটির অর্থ স্বস্তি, প্রশান্তি (السكون والطُّمَأنينة) (Ibn Fāris 2008, 4/281)।

প্রথমটির উদাহরণ : ১. উরফুল ফারাস (عرف الفرس) বা ঘোড়ার ঝুঁটি। ঘোড়ার ঝুঁটিতে চুলের চমৎকার ধারাবাহিক বিন্যাসের কারণে একে উরফ বলা হয়। ২. جاءت القطا عرفا عرفا: ক্বাতা (Sandgrouse) পাখি একটির পর একটি এলো, লাইন ধরে এলো।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ : عرفت فلانا عرفانا ومعرفة : আমি লোকটি ভালো করে চিনলাম। আর কোনো ব্যক্তি বা বস্তু যখন পরিচিত ও চেনাজানা হয় তার বেলায় স্বস্তি ও প্রশান্তি তৈরি হয় (Ibid.)।

ইবনে মানযূর বলেছেন, উরফের অর্থ হলো বদান্যতা, সৌজন্য, সান্ত্বনা, উদারতা। মা'রুফ শব্দটিও উরফের অর্থ প্রদান করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا "দুনিয়াতে মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচার করো (Al-Qurān: 31:15)।" অর্থাৎ, তাদের সুন্দর সঙ্গী হও (Ibn Manẓūr 2000, 9/239)।

উরফ শব্দটি আরও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় (Al-Zuhaylī 2006, 2/104)। যেমন :

ক. কল্যাণ, উত্তম ও মঙ্গল অর্থে : যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো, উরফের (কল্যাণকর কাজের) আদেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো (Al-Qurān: 7:199)।

খ. ধারাবাহিকতা অর্থে : যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا.

কল্যাণরূপে ধারাবাহিকভাবে প্রেরিত বায়ুর শপথ (Al-Qurān: 77:1)।

গ. স্বীকৃতি, অনুমোদন ও সমর্থন অর্থে : যেমন বলা হয়,

اِعْتَرَفَ بِالحُكومَةِ الجَديدَةِ.

নতুন সরকারের স্বীকৃতি দিলো বা নতুন সরকারকে সমর্থন জানালো।

উরফের পারিভাষিক সংজ্ঞা

মুসলিম মনীষীগণ বিভিন্নভাবে উরফকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলো প্রায়ই সমার্থবোধক; বৈপরীত্য খুব কম। নিচে তেমনকিছু উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো :

১. আবু সুন্নাহ উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আন-নাসাফী তাঁর 'المستصفى في شرح الفقه النافع' গ্রন্থে উরফের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

العرف والعادة: ماستقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.

উরফ ও আদত : যা বুদ্ধি-বিবেচনার দিক থেকে অন্তরে স্থিরতা লাভ করেছে এবং সুস্থ মনন ও রুচিবোধ যাকে গ্রহণ করে নিয়েছে (Abū Sunnah 2004, 8)।

২. আল-জুরজানী তাঁর 'তা'রীফাত' গ্রন্থে উরফের নিম্নবর্ণিত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন,

العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول

উরফ : যার ওপর বুদ্ধি-বিবেচনার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মন স্থির হয়েছে এবং স্বভাব যাকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করে নিয়েছে (Al-Jurjānī 1983, 149)।

৩. হানাফী ইমাম ইবনে আবিদীন উরফ ও আদতের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন,

العادة مأخوذة من المعاودة ، فهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول، متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية، فالعادة والعرف بمعنى واحد .

আল-আদাত (অভ্যাস, স্বভাব, রীতি, প্রথা) শব্দটি আল-মুওয়াআদা (পুনঃপুন আসা, প্রত্যাবর্তন করা) থেকে গৃহীত। পুনরাবৃত্তি ও বারংবার ঘটার ফলে তা পরিচিত হয় এবং বুদ্ধি ও বিবেকে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং তা বাহ্যিক সম্পর্ক ও দলিল ব্যতিরেকেই সকলের কাছে গৃহীত হয়। ফলে তা প্রথাগত বাস্তবিকতায় পরিণত হয়। সুতরাং উরফ ও আদতের অর্থ একই (Ibn ʿĀbidīn 2014, 2/141)।

৪. ইবনে আবিদীন আরও বলেছেন,

عبارة عما استقر فى النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليم.

সুস্থ স্বভাবের কাছে সমাদৃত ও পুনরাবৃত্তিময় যেসব বিষয় অন্তরে বদ্ধমূল সেগুলোকেই উরফ বলা হয় (Ibid. 2/142)।

৫. ইবনে আমীর হাজ বলেছেন,

وهى الأمر المكرر من غير علاقة عقلية.

উরফ ও আদত হলো বৌদ্ধিক যোগসূত্রহীন পুনরাবৃত্তিময় বিষয় (Ibn Amīr Hājj 1983, 345)।

আধুনিক কালেও বহু উলামায়ে কিরাম নিজেদের ভাষায় উরফকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ কাছাকাছি অর্থের, এমনকি সমার্থবোধক।

উরফ ও আদাতের পার্থক্য

ফকীহগণের দৃষ্টিতে উরফ ও আদাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন তাঁদের উক্তি : هذا ثابت بالعرف والعادة, অর্থাৎ, এটি উরফ ও আদাতের ভিত্তিতে সাব্যস্ত। এর দ্বারা বোঝা যায় উরফ ও আদাত একই বিষয়। শুধু গুরুত্ব প্রদানের জন্য শব্দ দুটি একত্রে ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু উসূলবিদগণ শব্দ দুটির সম্পর্ক নির্ণয়ে তিন দলে বিভক্ত হয়েছেন।

প্রথম দল : আল্লামা নাফাসী (মৃ. ৭১০ হি.), ইবনে আবিদীন (১১৮৯-১২৫২ হি.), রাহাবী (মৃ. ৫৫৭ হি.), ইবনে নুজাইম (মৃ. ৯৭০ হি.) প্রমুখের মতে শব্দ দুটি সমার্থবোধক।

দ্বিতীয় দল : কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (৭৯০-৮৬১ হি.) আল-বায়যাভী (মৃ. ৬৮৫ হি.), সাদরুশ শারীআহ (মৃ. ৭৪৭ হি.) প্রমুখের মতে উরফ আদাতের চেয়ে ব্যাপক। উরফ কথা ও কাজ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে; কিন্তু আদাত শুধু কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয় দল : ইবনে আমীর আল-হাজ (মৃ. ৮৭৯ হি.) ও তাঁর সমর্থকদের মতে আদাত উরফের চেয়ে ব্যাপক (Amin 2017, 165)।

উরফের উদ্ভব এবং মানুষের ওপর তার কর্তৃত্ব

মানুষের কাছে যে-কাজটি সহজ ও কল্যাণকর মনে হয় তার মন সেদিকে ঝুঁকে এবং তা বার বার ঘটতে থাকে। বার বার ঘটার ফলে তা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং ব্যক্তির অভ্যাস থেকে তা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তা রীতি, রেওয়াজ ও প্রথায় পরিণত হয়।

মানুষ যে কাজ করে তার অন্তর্নিহিত কার্যকারণ থাকে, অনুঘটক থাকে। তার বাহ্যিক কার্যকারণ থাকতে পারে, আবার মানসিক কার্যকারণও থাকতে পারে। নিজের ভালোর জন্য এবং স্বার্থ লাভের জন্য মানুষ সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করে থাকে। তাছাড়া মানবিক মূল্যবোধ, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতার দায় থেকেও মানুষ প্রথা ও রেওয়াজ মেনে চলে। লজ্জা, মানবিকতা, অন্যের কল্যাণ সাধন করার ইচ্ছা ইত্যাদি হলো মানসিক কার্যকারণ। এগুলোর কারণে মানুষ যা-খুশি তা করতে পারে না।

এভাবে মানুষ প্রথাবদ্ধতার মধ্যে বেড়ে ওঠে ও জীবনযাপন করে। চাইলেও তারা অভ্যাস, রীতি ও রেওয়াজ এবং প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে তেমন কিছু করতে পারে না। এভাবেই প্রথা যুগের পর যুগ মানুষের পর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখে।

উরফের প্রামাণিকতা

কখনো কখনো ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে উরফকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এটি সঠিক ও যথার্থ নিয়ম। কারণ, কোনো এলাকায় শরয়ী বিধান প্রয়োগ করতে গেলে সেই এলাকার মানুষজনের রেওয়াজ, রীতি, প্রথা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হয়; অন্যথায় শরয়ী বিধান প্রয়োগ করা যায় না।

হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী ইমামগণ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা উরফের প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করেছেন। এমনকি হানাফী ও মালিকি ইমামগণ উরফকে ফিকহি সমস্যা সমাধানের একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাদরান আবুল আইনাইন বাদরান বলেছেন,

> لا نعرف أحداً من الفقهاء نازع في اعتبار العرف مصدراً ودليلاً تبنى عليه الأحكام الفقهية ومن يستقرأ أقوال المتقدمين والمتأخرين يجد كثيراً من العبارات الدالة على حجية عرف الناس وعاداتهم.
>
> আমি ফকীহদের মধ্যে এমন কাউকে জানি না, যিনি উরফকে ফিকহী বিধানাবলির উৎস ও দলীল মানতে নারাজ ছিলেন। কেউ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ফকীহগণের বক্তব্য ঘাঁটাঘাঁটি করলে মানবসমাজে প্রচলিত উরফ ও আদতের (প্রথা ও অভ্যাসের) প্রমাণসিদ্ধতার ব্যাপারে তাদের স্পষ্ট অভিমত খুঁজে পাবে (Badrān 1969, 329)।

মুহাম্মদ মোস্তফা শিলবী বলেছেন, মাযহাবের ইমামগণ উরফকে দলীল হিসেবে গণ্য করেছেন। কোনো কোনো উসূলবিদ কিছু ব্যাপারে যে মতবিরোধ করেছেন তা উরফ দলীলরূপে গণ্য হবে কি হবে না সে-ব্যাপারে নয়; বরং তাদের মতভিন্নতা ছিলো শাখা-মাসআলার ক্ষেত্রে উরফের প্রয়োগ এবং উরফের ব্যাপকতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে (Ibid.)।"

মালিকি মাযহাবপন্থী ফকীহ আল-কারাফী বলেছেন,

> ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة ...، أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقراها وجدهم يصرحون بذلك فيها.
>
> আমাদের মাযহাবের একটি বৈশিষ্ট্য হলো অভ্যাস, জনকল্যাণ ও জনস্বার্থকে বিবেচ্য হিসেবে গ্রহণ করা। তবে উরফকে সকল মাযহাবেই বিবেচ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কেউ তথ্য তালাশ করলে দেখবে যে, সকল মাযহাবের ইমামগণ এ-ব্যাপারে স্পষ্ট কথা বলেছেন (Al-Qarāfī 2004, 448)।

উসূলবিদগণ উরফের প্রামাণিকতার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

কুরআন থেকে দলীল :

১. আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.
>
> তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো, সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো (Al-Qurān: 7:199)।

এই আয়াতে উরফ বলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ন্যায়সঙ্গত কাজ বোঝানো হয়েছে। মানুষ যা বিচার-বুদ্ধির দ্বারা ভালো ও কল্যাণকর মনে করে সেই বিষয়ে আদেশ দিলে তারা সহজেই তা গ্রহণ করবে। ইমাম আল-কারাফী রহ. বলেছেন, অভ্যাস ও রেওয়াজ যা-কিছুর পক্ষে রয়েছে, এই আয়াতে বাহ্যিকভাবে তারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (Badrān 1969, 329)।

২. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.

যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চায়, তার জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর স্তন্য পান করাবে। পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা। কাউকে তার সাধ্যতীত কর্মভার দেওয়া হয় না (Al-Qurān: 2:233)।

আল্লাহ তাআলা সন্তানের পিতার ওপর তার মায়ের ন্যায়সঙ্গত ভরণপোষণ আবশ্যক করে দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর আর্থিক অবস্থা অর্থাৎ সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা বিবেচ্য বিষয়। তা ব্যক্তি ও এলাকার ভিন্নতার ফলে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাফসীরবিদগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তা বর্ণনা করেছেন।

৩. আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করেছ এবং তাদের জন্য দেনমোহর ধার্য করেছ, তাদেরকে তালাক দিলে তোমাদের কোনো পাপ নেই। তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো; সচ্ছল তার সাধ্যমত এবং অসচ্ছল তার সামর্থ্যানুযায়ী বিধিমত খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে। তা নেককার লোকদের কর্তব্য (Al-Qurān: 2:236)।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পর্শের পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য ভরণপোষণ আবশ্যক করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, সচ্ছল লোক তার সাধ্যমত ও অসচ্ছল লোক তার সামর্থ্যানুযায়ী খরচ দেবে। কিন্তু এই আয়াতে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি; বরং বলা হয়েছে 'বিধিসম্মত' বা 'ন্যায়সঙ্গত' খরচপাতি দিতে হবে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যে-প্রথা ও রেওয়াজ রয়েছে তাই প্রযোজ্য হবে। ব্যক্তি ও এলাকার ভিন্নতার কারণে তা ভিন্ন ভিন্ন হবে।

৪. আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.

এতিমদেরকে যাচাই করবে যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়; এবং তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে (Al-Qurān: 4:6)।

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এতিমের অভিভাবক ধনী হলে তার জন্য এতিমের মাল থেকে খাওয়া জায়েজ নয়; আর দরিদ্র হলে ন্যায়সঙ্গতভাবে খেতে পারবে। অর্থাৎ, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যতটুকু গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত ততটুকুই গ্রহণ করতে পারবে। কারণ, আয়াতে কোনো পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি।

৫. আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ.

কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা করে দেওয়া হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সঙ্গে তার দেয় আদায় বিধেয় (Al-Qurān: 2:178)।

অর্থাৎ, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হত্যাকারীকে ক্ষমা করলে হত্যাকারীর কাছে বিধিমত দিয়াত বা অর্থদণ্ড দাবি করতে পারবে। এই ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে যথাযথভাবে উক্ত দাবি পূরণ করতে হবে। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের পক্ষ থেকে দিয়াতের দাবি এবং হত্যাকারীর পক্ষ থেকে সেই দাবি পূরণ উভয় প্রথা ও রেওয়াজ অনুযায়ী হবে।

৬. আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

...তবে ন্যায়নুগ প্রথামত তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হল (Al-Qurān: 2:180)।

অনধিক এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ওসিয়ত করা যায় এবং তা শর্তাধীন। যদিও তা বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ, প্রথা অনুযায়ী এটাই ন্যায়সঙ্গত।

৭. আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের (Al-Qurān: 2:228)।

এই আয়াতে ন্যায়সঙ্গত অধিকার বলতে প্রথাসম্মত অধিকার বোঝানো হয়েছে। সেই অনুযায়ী স্বামীরা তাদের অধিকার ভোগ করবে এবং স্ত্রীরা তাদের অধিকার ভোগ করবে।

৮. আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি (Al-Qurān: 22:78)।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, শরীআহর বিধান প্রবর্তনে মানুষের রীতি, রেওয়াজ ও প্রথাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। শরীআহর বিধানাবলি যদি একেবারেই আনকোরা, নতুন ও অভিনব হত তাহলে মানুষের পক্ষে তা পালন করা কঠিন হয়ে পড়ত। মানুষের জন্য যা উপযোগী এবং মানুষের বিবেক যা কবুল করতে দ্বিধাহীন, সেটাকেই শরীআহর বিধান করা হয়েছে। তাই কোনো বিধানই মানুষের জন্য কঠোর হয়নি।

সুন্নাহ থেকে দলীল

১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قالت هند لرسول الله صلى الله عليه و سلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ ماله سرا ؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف.

আবু সুফয়ানের স্ত্রী হিন্দা এসে রাসূলুল্লাহ স.কে বললেন, আবু সুফয়ান একজন কৃপণ লোক। আমি যদি লুকিয়ে তার কিছু সম্পদ (টাকাকড়ি) নিয়ে নিই তাহলে কি আমার পাপ হবে? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, "তোমরা জন্য ও তোমার সন্তানদের জন্য যতটুকু যথেষ্ট তা ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করো (Al-Bukhārī 1987, 2079; Muslim 2004, 1714)।"

এই হাদীসে প্রথাকে বিবেচনায় এনে সাধারণভাবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। উরফকে বিবেচনায় না নিলে পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হত।

২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

যখন দুই ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন তাদের উভয়ে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে অথবা একে অপরকে এখতিয়ার প্রদান না করবে ততক্ষণ তাদের উভয়ের এখতিয়ার থাকবে। এভাবে তারা উভয়ে যদি ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তা সাব্যস্ত

হয়ে যাবে। আর যদি তারা ক্রয়-বিক্রয়ের পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের একজনও ক্রয়-চুক্তি প্রত্যাখান না করে তাহলেও ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে (Al-Bukhārī 1987, 2006; Muslim 2004, 1531)।

এই হাদীসে ক্রেতা ও বিক্রেতার বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে নবী করীম সা. নিজের পক্ষ থেকে কোনো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেননি। বরং তিনি মানুষের অভ্যাস, প্রথা ও রেওয়াজের প্রতি লক্ষ করেই এসব কথা বলেছেন। মানুষ যখন মনে করবে যে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সেটাকেই বিচ্ছন্নতা হিসেবে ধরা হবে এবং ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হবে।

৩. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

من أحيا أرضا ميتة فهي له.

কেউ পরিত্যক্ত ভূমি আবাদ করলে সেটা তার (Aḥmad 1999, 14633)।

এই হাদীসে পরিত্যক্ত ভূমি কীভাবে আবাদ করা হবে এবং কীভাবে আবাদ করলে সেটার মালিকানা লাভ হবে তার বর্ণনা দেওয়া হয়নি। বরং তা প্রথা ও রেওয়াজের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

৪. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে,

لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول.

যে লোক এর (ভূমির) মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য সম্পদ সঞ্চয় না করে যথাবিহিত খাওয়া ও খাওয়ানোতে কোনো দোষ নেই (Al-Bukhārī 1987, 2586; Muslim 2004, 1632)।

প্রচলন অনুযায়ী যতটুকু গ্রহণ করলে দোষ মনে করা হয় না ততটুকু গ্রহণ করা যাবে। এটাই বিধিসম্মত। কারণ হাদীসে কতটুকু খেতে ও খাওয়াতে পারবে সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ নেই।

৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال : من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم.

রাসূলুল্লাহ সা. যখন মদীনায় এলেন তখন মদীনাবাসী ফলফলাদিতে দুই ও তিন বছরের জন্য সলম (বাইয়ে সলম) করত। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, কোনো লোক সলম করলে সে যেন নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট ওজনে ও নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম করে (Al-Bukhārī 1987, 2125; Muslim 2004, 1604)।

এই হাদীসের উরফ তথা প্রথা ও রেওয়াজের ওপর ভিত্তি করে বাইয়ে সলমকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে এবং মাপ, ওজন ও মেয়াদের বিষয়টি প্রচলনের ওপর ছেড়ে দেওয়া

হয়েছে। কারণ, বাইয়ে সলম মূলত অনুপস্থিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়, যা মূলত বৈধ হওয়ার কথা নয়। আর এগুলোর কোনোটিরই নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি।

৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

মুসলমানরা যেটাকে ভালো মনে করে, আল্লাহর কাছেও সেটা ভালো এবং মুসলমানরা যেটাকে খারাপ মনে করে, আল্লাহর কাছেও সেটা খারাপ (Aḥmad 1999, 3600)।

মুসলামনার যে-জিনিস ও কাজের ওপর অভ্যস্ত এবং যেটাকে তাদের বিবেক ভালো বলে সায় দেয় এবং যেটাকে তারা উত্তম বলে মেনে নিয়েছে সেটাই অবশ্যই ভালো ও উত্তম। সেটা আল্লাহর কাছেও ভালো ও উত্তম এবং শরীয়তে গ্রহণযোগ্য।

ইজমার দ্বারা দলিল

উরফ শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণীয় - এ ব্যাপারে মুজতাহিদগণের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্বাওলী উরফের ক্ষেত্রে যেমন ইজমা রয়েছে তেমনি আমলী উরফের ক্ষেত্রেও ইজমা রয়েছে।

ইমাম ইবনে হায্‌ম রহ. বলেছেন,

كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ولكنه إجماع صحيح مجرد.

"ফিকহের যেসব শাখায় কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত মূলনীতি রয়েছে সেগুলো আমরা জেনে নিয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহয় মুদারাবা চুক্তি সম্পর্কিত কোনো মূলনীতি পাইনি। কিন্তু মুদারাবা চুক্তির (বৈধতার) ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (Ibn Ḥazm ND, 91)।"

মুদারাবা ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রচলিত শাখা; সব দেশেই এটা বহুলভাবে প্রচলিত ও চর্চিত। এটার বৈধতার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইসতিসনা' বা ফরমায়েশি কাজের ব্যাপারে আল-কাসানী বলেছেন,

ويجوز استحسانا؛ لإجماع الناس على ذلك؛ لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير.

তা ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম যৌক্তিকতার ভিত্তিতে জায়েয, যেহেতু তার ওপর মানুষের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সব যুগেই তারা তা করেছে এবং কেউ তা অস্বীকার করেনি (Al-Kāsānī 1986, 5/2-3)।

প্রচলিত ফরমায়েশি চুক্তির ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে। তাহলে বোঝা গেল যে, উরফকে বিবেচনায় এনেই সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি রচনা করা হয়েছে।

কিয়াস বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল

ফকীহগণ উরফকে বিবেচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল পেশ করেছেন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

১. শরীয়ত প্রবর্তক উরফকে বিবেচনায় এনেছেন। অর্থাৎ, রীতি, রেওয়াজ প্রথাকে বিবেচনায় এনে শরয়ী বিধান প্রদান করেছেন। ইমাম শাতিবী বলেছেন, এই রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখার একটি ব্যবস্থা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।[১] যাতে তোমরা সাবধান হতে পার (Al-Qurān, 2:179)।

উরফকে শরীআহসম্মত বিবেচনা না করা হলে কিসাসের আবশ্যক বিধান দেওয়া হত না এবং একে বৈধতাও দেওয়া হতো না (Al-Shatibī 2004, 2/493)।

২. শরীআহর অনেক বিধানই মানুষের সামষ্টিক অভ্যাস ও রীতিনীতি অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। রীতি, রেওয়াজ ও প্রথাকে বিবেচনায় না নিলে শরীআহর অনেক বিধান পালন করা কঠিন হয়ে যেত। কারণ, উরফ মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির একটি অংশ; তাদের জীবনবিধান নির্ধারণে উরফ অবশ্যই লক্ষণীয় বিষয়। মানুষের জন্য কোনো বিধান পালন করা অসম্ভব হলে সেটা অনর্থক।

৩. মানুষের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কল্যাণের দিকটি বিবেচনা না করলে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। ইমাম শাতিবী বলেছেন,

لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد.

যখন আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, শরীআহ প্রবর্তক জনকল্যাণকে বিবেচনায় এনেছেন, তখন আমাদের চূড়ান্তভাবে জানতে হবে যে তিনি অবশ্যই প্রথা ও রেওয়াজকে বিবেচনায় এনেছেন (Al-Shatibī 2004, 2/483)।

উরফের প্রকারভেদ

উরফের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, তা নিম্নে আলোচিত হলো:

কার্যকারণের বিবেচনায় উরফ দুই প্রকার : ক্বাওলী উরফ (বাণীসূচক উরফ) ও আমলী উরফ (কর্মসূচক উরফ) (Ibn Amīr Hājj 1983, 1/282)।

ক্বাওলী বা বাণীসূচক উরফ : কোনো গোত্র বা গোষ্ঠীর কাছে বা কোনো এলাকায় কোনো শব্দ তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হওয়া। অর্থাৎ, শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃত অর্থ মনে আসে না, বরং প্রচলিত অর্থই মনে আসে।

---

১. কিসাসের বিধান অন্যায় হত্যা বন্ধ করে জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

ইবনে আবিদীন বলেছেন,

> هو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذاك المعنى
> কোনো গোষ্ঠী বা গোত্র কর্তৃক কোনো শব্দকে এমন অর্থে ব্যবহার করা যে, শব্দটি শোনামাত্র ওই অর্থটি ছাড়া আর কিছু মনে আসে না (Ibn ʿĀbidīn 2014, 2/56)।

উসূলবিদগণ বাণীসূচক উরফের ক্ষেত্রে العرفية الحقيقة। শব্দটি প্রয়োগ করে থাকেন। কারণ, শব্দটির মূল অর্থ পরিত্যক্ত; নির্দিষ্ট ইঙ্গিত বা আলামত ছাড়া শব্দটির প্রকৃত অর্থ চিহ্নিত করা যায় না।

উদাহরণ : ঘর কথাটি কোনো এলাকায় কামরা অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কোনো এলাকায় ব্যবহৃত হয় বাড়ি অর্থে। একইভাবে 'মাংস' শব্দটি যেমন পশুর মাংস ও মাছের মাংস উভয়টির অর্থ বহন করে; কিন্তু মাংস বলতে কেউই মাছ বোঝায় না, সবাই পশুর মাংসই বোঝায়।

আমলী উরফ (কর্মসূচক উরফ) : কোনো এলাকায় সকল বা অধিকাংশ মানুষের কোনো কর্মে অভ্যস্ত হওয়া; তাদের দৈনন্দিন কাজে-কর্মে, লেনদেন ও আচার-আচরণে সংশ্লিষ্ট কাজটির সঙ্গে তারা পরিচিত এবং এতে তারা স্বস্তিবোধ করে।

উদাহরণ : সপ্তাহের একটা দিন বা দুইটা দিন কর্মবিরতি গ্রহণ করা বা অবকাশ যাপন করা প্রচলিত রীতি। সব এলাকার মানুষই এই রীতি ও রেওয়াজে অভ্যস্ত। এলাকাবিশেষে বিশেষ খাদ্য গ্রহণ, বিশেষ পোশাক পরিধান ও বিশেষ বাহনে আরোহণও কর্মসূচক উরফের অন্তর্গত।

কোনো কোনো এলাকায় দেনমোহরের একটা অংশ স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনবাসের আগেই দিয়ে দেওয়া হয়, বাকিটা পরে পরিশোধ করা হয়।

জুতা পবিত্র হলেও জুতা পরে মসজিদে প্রবেশ সব এলাকাতেই অত্যন্ত ঘৃণা ও অপরাধের চোখে দেখা হয়, এই কাজ কেউই করেন না। যদিও জুতা পবিত্র হলে তা পরে মসজিদে প্রবেশ ও নামাজ পড়া জায়েজ আছে।

অগ্রিম ভাড়া প্রদান, বিক্রীত মাল ভারী হলে বিক্রেতা কর্তৃক তা ক্রেতার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়াও কর্মসূচক প্রথার মধ্যে পড়ে।

ব্যাপকতা ও বিশিষ্টতার প্রেক্ষিতে উরফ দুই প্রকার : ব্যাপক উরফ (উরফ আম) ও বিশেষ উরফ (উরফ খাস) (Ibn ʿĀbidīn 2014, 2/135)।

ব্যাপক উরফ (উরফ আম) : প্রায় সকল দেশে অধিকাংশ মানুষ যে-কর্মপন্থায় অভ্যস্ত সেটাই ব্যাপক উরফ বা উরফ আম। এই প্রকারের উরফ বিশেষ গোষ্ঠী, বিশেষ পরিবেশ বা সময়ের নির্দিষ্ট পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত নয়। এ-ধরনের প্রচলন ও প্রথা সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে চলে আসছে এবং এখনও চলছে। মুজতাহিদগণ তা

আমলে নিয়েছেন, তার ভিত্তিতে বিধান তৈরি করেছেন এবং নিজেরা আমল করেছেন। এভাবে তা উরফে আম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। যদিও তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যৌক্তিকতার বিপরীত।

উদাহরণ : কারিগরকে কোনো বস্তু প্রস্তুত করার ফরমায়েশ দিয়ে টাকা প্রদান করার রীতি ও রেওয়াজ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। যুক্তির বিবেচনায় 'অবিদ্যমান' বস্তুর কেনাবেচা হতে পারে না; কিন্তু উপরিউক্ত রীতি সবাই মেনে নিয়েছে এবং সেইভাবে লেনদেন করে যাচ্ছে।

কেউ কসম করে বললো, 'আমি তোমার ঘরে পা রাখবো না।' এখানে পা রাখার অর্থ হলো ঘরে প্রবেশ করা। সুতরাং সে যদি কোনো বাহনে চড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তার তার কসম ভেঙে যাবে। কারণ সে আক্ষরিক অর্থে ঘরে পা না রাখলেও ঘরে প্রবেশ করেছে। আবার গোটা দেহ ঘরের বাইরে রেখে যদি শুধু দুই পা ঘরের ভেতরে রাখে তাহলে তার কসম ভাঙবে না। কারণ সে ঘরের মধ্যে দুই পা রাখলেও ঘরে প্রবেশ করেনি। এই রেওয়াজ সবাই মেনে নিয়েছে।

টয়লেটে প্রবেশ করে কতটুকু সময় অবস্থান করবে এবং কতটুকু পানি খরচ করবে তার নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। এই ক্ষেত্রে সীমারেখা না-থাকাটাই রেওয়াজ; কেউ এই রেওয়াজের বিরুদ্ধে কোনো আইন করতে পারবে না।

বিশেষ উরফ (উরফ খাস) : কোনো বিশেষ এলাকা বা বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে প্রচলিত রেওয়াজ ও প্রথা হলো বিশেষ বা খাস উরফ। সব এলাকা বা সব গোষ্ঠীর মানুষের কাছে এই রেওয়াজ ও প্রথা প্রচলিত নয়।

উদাহরণ : বাংলাদেশে জেলে ও সাধারণ মানুষ সবাই চিংড়িকে মাছ বলে এবং একে মাছ হিসেবে খাওয়া হয়। সুতরাং একে কাকড়ার সঙ্গে তুলনা করে বা একে জলজ পোকা আখ্যায়িত করে তা খাওয়া মাকরুহ বলে ফাতওয়া দেওয়া যাবে না। কারণ কোনো কোনো এলাকায় একে মাছ বলা হয় না। ওইসব এলাকার রীতি বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে না।

বাংলাদেশে মসজিদ চব্বিশ ঘণ্টা খোলা রাখা হয় না। অথচ আল্লাহর ঘর চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা রাখার নিয়ম। ইসলামের উৎসভূমিতে তা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে নামাজের সময় ছাড়া বাকি সময় মসজিদ বন্ধ রাখা হয় নিরাপত্তার অভাবে ও মসজিদের জিনিস ও পানি চুরি হওয়ার ভয়ে। সবসময় মসজিদ খোলা রাখলে তার জন্য পাহারাদার রাখা জরুরি হয়ে পড়ে। নামাজের সময় ছাড়া অন্য সময় মসজিদ বন্ধ রাখাই বাংলাদেশের রীতি। এখনও কোনো মুফতীকে মসজিদ বন্ধ রাখা জায়েয নেই বলে ফাতওয়া দিতে দেখা যায়নি।

শরয়ী নস থাকা ও না-থাকার বিবেচনায় উরফ দুই প্রকার : শরয়ী নসযুক্ত উরফ এবং শরয়ী নসহীন প্রচলিত উরফ (Al-Shatibī 2004, 2/283)।

শরয়ী নসযুক্ত উরফ : যেসব উরফের ক্ষেত্রে শরয়ী নস রয়েছে বা রাসূলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশনা রয়েছে সেগুলো হলো শরয়ী উরফ বা শরয়ী নসযুক্ত উরফ।

উদাহরণ : নামাজের নির্দেশ, সতর ঢেকে রাখার নির্দেশ, প্রচলিত লেনদেনের বৈধতা দান, বিবাহ ও চার স্ত্রী রাখার বৈধতা দান ইত্যাদি।

শরয়ী নসহীন প্রচলিত উরফ : যেসব উরফ জনসাধারণ্যে প্রচলিত রয়েছে এবং এসবের ব্যাপারে শরয়ী নস বা নির্দেশনা নেই।

বিশুদ্ধতা ও বাতিল হওয়ার প্রেক্ষিতে উরফ দুই প্রকার : সহীহ উরফ ও ফাসিদ উরফ।

সহীহ উরফ : প্রচলিত যেসব রীতি, রেওয়াজ ও প্রথার ব্যাপারে শরীয়ত প্রবর্তকের নির্দেশনা রয়েছে, অথবা যেগুলোর নির্দেশনা নেই কিন্তু জনস্বার্থে কল্যাণকর ও শরীয়তের প্রতিকূল নয় সেগুলো হলো সহীহ উরফ (Al-Zuhaylī 2006, 2/830)।

উদাহরণ : ন্যায়সঙ্গতভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণ, এতিমের তত্ত্বাবধান এবং দরিদ্র হলে তার মাল থেকে ন্যায়সঙ্গভাবে গ্রহণ, বাইয়ে সলম, কারিগরের কাছে বস্তু নির্মাণের ফরমায়েশ ইত্যাদি।

ফাসিদ উরফ : যেসব উরফ শরীয়তবিরোধী এবং যেগুলোতে ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার অবকাশ রয়েছে সেগুলো হলো ফাসিদ উরফ।

উদাহরণ : সুদের প্রচলন, ঘুষের প্রচলন, জমি বন্ধক নিয়ে তা ব্যবহার, যৌতুক প্রদান ইত্যাদি হলো ফাসিদ উরফ।

উরফের ত্রুটিসমূহ

১. উরফের গঠন ও বিকাশ অত্যন্ত ধীর। উরফের ওপর এমন একটি পর্যায়ে নির্ভর করা হয় যে-পর্যায়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ দুটিই ধীর গতিতে ঘটে। কিন্তু বর্তমান সময়ে সব ক্ষেত্রেই সামাজিক বিকাশ দ্রুতগতিতে ঘটা সত্ত্বেও উরফের ওপর নির্ভর করা সম্ভব হচ্ছে না।

২. উরফ বিভিন্ন ধরনের এবং অসংখ্য এলাকায় অসংখ্য উরফ বিদ্যমান। এসব উরফ অসংখ্য শরয়ী বিধান দাবি করে। কিন্তু শরীয়ত হলো এক, যা সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এ-কারণে আইনের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো শরীআহ। শরয়ী বিধানের দ্রুত পরিবর্তন ও একই সময়ে একাধিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। ফলে অনেক সময়ই উরফ অনুযায়ী বিধান দেওয়া সম্ভব হয় না।

৩. উরফ বা প্রচলিত রীতি-নীতি একটি অলিখিত বিষয় এবং লিখিত না হওয়ার করাণে তা অনুধাবন করা কঠিন। অথচ শরীআহর উৎস ও বিধানাবলি বিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে তা বোঝা ও অনুধাবন করা সহজ।

উরফের এ-সকল ত্রুটির অর্থ এই নয় যে তা গুরুত্ব রাখে না; বরং যেসব ক্ষেত্রে শরীয়তের স্পষ্ট বিধান বা নস নেই সেখানে উরফ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বিচারক তখন উরফের ওপর ভিত্তি করে রায় দিয়ে থাকেন এবং মুফতিও উরফকে আমলে এনে ফাতওয়া দিয়ে থাকেন (law-arab, 2017)।

উরফ বিবেচ্য হওয়ার শর্তাবলি

ফকীহগণ ও উসূলবিদগণ উরফকে বিবেচনা ও এর ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের জন্য কয়েকটি শর্ত স্থির করেছেন।

১. **উরফের নসবিরোধী অথবা শরীআহর অকাট্য মূলনীতিবিরোধী না হওয়া :** কারণ এতে শরীআহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে এবং শরীআহর স্তম্ভগুলো ধসে যাবে। বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গর্হিত ও অশ্লীল কার্যকলাপ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন : নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, মদপান, গান-বাজনা ইত্যাদি। পশ্চিমা রাষ্ট্রনীতি, মানবরচিত আইন প্রয়োগের যে রীতি তাও এই পর্যায়ে পড়ে। সুদি লেনদেন, সুদি ব্যবসা-বাণিজ্য, জুয়া, প্রতারণা-শঠতা ইত্যাদির সয়লাবও প্রচুর। এগুলো ছাড়াও আরও বহু প্রথা ও রেওয়াজ রয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণ শরীআহবিরোধী।

২. **প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়া বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত হওয়া**
প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে হবে যে, প্রায় সকল মানুষই এর সঙ্গে পরিচিত এবং এই প্রথা অনুসারে কর্মকাণ্ড করে থাকে। প্রথা যদি সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে তবে তা বিবেচনায় এনে আইন প্রণয়ন করা যাবে না। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেছেন,

إنما تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا.

উরফ ব্যাপক হলেই কেবল গ্রহণযোগ্য, বিক্ষিপ্ত উরফ গ্রহণযোগ্য নয় (Al-Suyūtī 2005, 92)।

উরফ সবসময়ের জন্য ব্যাপক হতে হবে এবং কোনো অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণে চর্চিত হতে হবে। উরফ বিক্ষিত হলে, যা কোনো এলাকার একটি অংশে চর্চিত হয় এবং বাকি অংশে চর্চিত হয় না এবং কিছু মানুষ এর সঙ্গে পরিচিত, বাকিরা পরিচিত নয়, তাহলে এই ধরনের উরফ ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না। এমন উরফকে বিবেচনায় নিয়ে আইনও প্রণয়ন করা যাবে না।

৩. **বিধান প্রণয়নের সময় উরফের বিদ্যমানতা**
বিধান প্রণয়নের সময় উরফের বিদ্যমানতা জরুরি। অর্থাৎ, যে উরফ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে সেটাই ধর্তব্য। নতুন সৃষ্ট উরফ বা ভবিষ্যৎ উরফ বিবেচনায়

আনা যাবে না এবং সে অনুযায়ী বিধানও দেওয়া যাবে না। বিধান প্রণয়নের জন্য উরফের ধারাবাহিক প্রচলন ও বিদ্যমানতা অবশ্য বিবেচ্য। মোস্তফা আয-যারকা বলেছেন,

إنما تعتبر العادة إذا كانت سابقة، فلا عبرة بالعرف الطارئ.

পূর্ব থেকে বিদ্যমান উরফই বিবেচ্য; আকস্মিক বা নতুন সৃষ্ট উরফ বিবেচ্য নয় (Al-Zarqā 2004, 233)।"

কোনো উরফের পরিবর্তন ঘটে গেলেও তা গ্রহণযোগ্য। রূপান্তরিত উরফকে বিবেচনায় এনে বিধান প্রস্তুত করা যাবে না।

৪. চুক্তিকারী উভয়ের বা তাদের একজনের উরফবিরোধী কোনো শর্ত বা ঘোষণা থাকবে না

যে দুই ব্যক্তি বা পক্ষ চুক্তি করবে তাদের উভয়ে বা একজন যদি উরফবিরোধী কোনো শর্ত প্রয়োগ করে তাহলে ওই চুক্তি প্রচলিত উরফ অনুযায়ী হবে না, বরং তারা যে শর্ত করেছে সেই অনুযায়ীই হবে। কোনো কোনো এলাকা দেনমোহরের কিছু অংশ আকদের সময় প্রদানের রীতি রয়েছে। কিন্তু বিবাহের সময় যদি চুক্তি করে যে সম্পূর্ণ দেনমোহর আকদের পরে পরিশোধ করবে তবে এই শর্তই প্রযোজ্য হবে, উরফ বিবেচনায় আসবে না।

নসের সঙ্গে উরফের বৈপরীত্য

নসের সঙ্গে উরফের বৈপরীত্যের কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। যেমন :

ক. নসে বর্ণিত শব্দের প্রকৃত অর্থ ও প্রথাগত অর্থের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে প্রথাগত অর্থের মধ্যে থেকেই নস অনুধাবন করতে হবে। উসূলবিদগণ সকলেই এ-ব্যাপারে একমত যে, ভাষাগত উরফের দ্বারা শব্দের অর্থ গ্রহণ করতে হবে। কারণ, প্রচলিত অর্থই শব্দের অর্থ, যা এর প্রকৃত অর্থের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এর ভিত্তিতে মূলত ইবাদত, মুআমালাত, পারিবারিক ব্যবস্থাসংক্রান্ত পরিভাষাগুলো অনুধাবন করতে হবে।

খ. নসের সাধারণ বিধানের সঙ্গে কর্মসূচক প্রথার বৈপরীত্য দেখা দিলে হানাফী ইমামগণের মতে বর্ণিত প্রথা নাসকে নির্দিষ্ট (খাস) এবং সাধারণ (মুতলাক) বিধানকে সীমিত (মুকাইয়াদ) করে দেবে। তবে জমহুর ফকীহগণ তাঁদের মতের বিরোধিতা করেন। যেমন : হানাফী আলেমগণ নসে বর্ণিত খাদ্যদ্রব্যে নিষেধাজ্ঞা বহুল প্রচলিত খাদ্য যথা গম, যব, খেজুর প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। পক্ষান্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহের মতে সব ধরনের খাদ্যদ্রব্যেই এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।

উল্লেখ্য, হানাফী আলেমগণের মত অনুযায়ী এখানে কর্মসূচক উরফ বলতে মূলত ওইসব প্রথাকেই বোঝানো হয়েছে যেগুলোর প্রতি মানুষ একান্ত মুখাপেক্ষী এবং

যা অগ্রাহ্য করা হলে তারা চরম সঙ্কটে পড়বে বলে আশঙ্কা রয়েছে। যেমন ইস্তিসনা[২] চুক্তি।

গ. যদি রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে প্রচলিত কোনো উরফ পরিবর্তিত হয়ে ভিন্নরূপ ধারণ করে এবং হুকুমটিও এ ধরনের হয় যা উরফের ওপর একান্তই নির্ভরশীল, তাহলে এরূপ অবস্থায় উরফ পরিবর্তিত হওয়ার কারণে বিধানটিও বদলে যাবে। তবে এই অবস্থায় উরফ নসের বিধানকে বদলে দেওয়ার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে না। বরং বলা হবে যে, পূর্বের বিধানটি উরফের ওপর ভিত্তিশীল হওয়ার কারণে ঠিক ততদিনের জন্য প্রযোজ্য ছিল যতদিন উরফটি বিদ্যমান ছিল। যেমন : রাসূলুল্লাহ স. কোনো কোনো জিনিসকে ওজনদার (পাথর, বাটখারা ইত্যাদির দ্বারা ওজন করে বিক্রি করা জিনিস) গণ্য করে তার হুকুম বর্ণনা করেছিলেন; কিন্তু বর্তমান সময়ে সেগুলো পরিমেয় (লিটার, কেজি ইত্যাদির দ্বারা পরিমাপ করে বিক্রি করা জিনিস) হয়ে গেছে। অথবা তিনি পরিমেয় হওয়ার কারণে সেগুলোর হুকুম বর্ণনা করেছিলেন; কিন্তু এখন সেগুলো ওজনদার হয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে উরফের কারণে সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলোর হুকুমও বদলে যাবে (Ali 2018, 475)।

উরফ সংশ্লিষ্ট ফিকহী কায়িদা

উরফ ও আদত সংশ্লিষ্ট **১১** টি কায়িদা রয়েছে (Amin 2017, 172-175)।

১. আইন প্রণয়নে প্রথা বিবেচ্য বিষয় (اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ)।
এটি ইসলামী আইনের প্রধান পাঁচটি কায়িদার একটি। এ-ব্যাপারে সকল আলিম একমত। এই কায়িদা অনুযায়ী শরীআহ প্রণেতা বিধান-প্রবর্তনে প্রথাকে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং যে-বিষয়ে শরীআহর কোনো নস নেই সে-বিষয়ে একে প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। বর্ণিত প্রথা সাধারণ হোক বা বিশেষ হোক, বাণীসূচক হোক বা কর্মসূচক হোক। এই কায়িদাই শরীআতে উরফের অবস্থান বর্ণনার জন্য যথেষ্ট।

২. মানুষের ব্যবহাররীতি একপ্রকার কার্যকর প্রমাণ (اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا)।
অর্থগত দিক থেকে এ নীতি মূলত পূর্বের নীতির ব্যাখ্যাস্বরূপ, যা বাণীসূচক ও কর্মসূচক উভয় প্রথাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন : কোনো বস্তু কারো করায়ত্তে থাকা এবং তাতে তার কর্তৃত্ব করা বাহ্যিকভাবে তার মালিকানার প্রমাণ।

৩. প্রথা নিয়মিত চালু অথবা অধিক প্রচলিত হলে বিবেচ্য হবে (إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ)।
এ নীতি প্রথার একটি শর্ত। উরফের শর্ত আলোচনায় তা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. কোনো কারিগরের সঙ্গে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে কোনো পণ্য তৈরির চুক্তি করা। যেমন কাঠমিস্ত্রির সঙ্গে আসবাবপত্র তৈরির চুক্তি।

৪. সচরাচর প্রচলনই গ্রহণযোগ্য, বিরল প্রচলন নয় (الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ)।
এ কায়িদা উরফের একটি শর্ত হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে প্রথা প্রচলিত সেটিই গ্রহণ করা হবে। বিরল প্রচলনকে প্রথা হিসেবে মূল্যায়ন করা হবে না। যেমন : ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা লালন-পালনের মেয়াদ নির্ধারণ। ছেলে নিজ পোশাক পরিধান, খাবার গ্রহণ, গোসল ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন ইত্যাদি নিজে সম্পন্ন করা পর্যন্ত এবং মেয়েদের বয়স ৯ বছরে পৌঁছা পর্যন্ত এর সময়সীমা।

৫. শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিহার করে প্রচলিত অর্থ গৃহীত হবে (تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ)।
এই নীতি বাণীসূচক উরফের জন্য নির্দিষ্ট। অর্থাৎ, প্রথা অনুযায়ী যদি কোনো শব্দ তার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো অর্থ বোঝায়, সে ক্ষেত্রে প্রথাগত অর্থই গ্রহণ এবং প্রকৃত অর্থ ত্যাগ করা হবে। এ কায়িদা পেশাগত বিভিন্ন পরিভাষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

৬. লিখিত দলীল মৌখিক কথার সদৃশ (الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ)।
এই কায়িদা শব্দগত উরফের একটি মূলনীতি। এ থেকে প্রমাণিত হয়, লিখিত দলীল প্রথাগত দিক থেকে মৌখিক কথার স্থলাভিষিক্ত।

৭. বাকপ্রতিবন্ধীর রীতিসিদ্ধ ইঙ্গিত মৌখিক বর্ণনাতুল্য (الْإِشَارَاتُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ)।
এই কায়িদা পূর্ববর্তী কায়িদার সমপর্যায়ের। বাকপ্রতিবন্ধীর প্রথাগত ইশারা ইঙ্গিত বাকশক্তিসম্পন্ন মানুষের কথার মতোই। এই নীতির ভিত্তিতে ফকীহগণ বিধান উদ্ভাবন করেছেন যে, বাকপ্রতিবন্ধীর ইশারার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হলে উক্ত ইশারার ভিত্তিতে বেচাকেনা বা বিবাহচুক্তি সম্পন্ন করা সহীহ হবে। তবে এর ভিত্তিতে হুদুদ (দণ্ডবিধি) সাব্যস্ত হবে না।

৮. প্রথাগত বিষয় চুক্তির শর্তের মতো (الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا)।
যা প্রথার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে তা চুক্তির শর্তের মতো। যদি ভাড়া করা ঘর বা দোকান ব্যবহারের বিষয়ে মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে বিরোধ হয় তাহলে কর্মসূচক উরফ (প্রচলিত ব্যবহারিক নীতি) অনুযায়ী তা মীমাংসা করা হবে।

৯. প্রথার ভিত্তিতে কোনো কিছুর বিধান নির্ধারণ নসের ভিত্তিতে নির্ধারণ সদৃশ (التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ)।
এ কায়িদা অর্থগত দিক থেকে পূর্বের কায়িদার মতো। যে বিষয়ে শরয়ী কোনো নস বর্ণিত হয়নি তা উরফের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং উক্ত বিধান

তখন নসের ভিত্তিতে নির্ণীত বিধানের স্থলাভিষিক্ত হবে। এই কায়িদাটি অন্যভাবেও বলা যায়, "উরফের মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়া বিধান শরয়ী দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়া বিধানের মতো।" (الثابت بالعرف كالثّابت بدليل شرعي أو الثّابت بالعرف كالثّابت بالنّصّ)

১০. ব্যবসায়ীদের মধ্যকার প্রথাসিদ্ধ বিষয় তাদের মধ্যকার চুক্তির তুল্য (الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ)।
এ কায়িদা উপরিউক্ত কায়িদাদুটির সমার্থবোধক। তবে এটি বিশেষ করে ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, শিল্পজীবীদের মধ্যকার উরফের অন্তভুক্ত। এই উরফ সাধারণ উরফের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন; তবে এটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সীমিত থাকে।

১১. সময়ে বিবর্তনের প্রেক্ষিতে বিধানের পরিবর্তন প্রত্যাখ্যাত হবে না (لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ)।
উরফের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত বিধান উরফের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। কেননা, বিধান তার কার্যকারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। যেমন : পূর্বপ্রথা অনুযায়ী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের পূর্বেই তার দেনমোহর সম্পূর্ণ পরিশোধ বাধ্যতামূলক ছিলো। তারপর প্রথার পরিবর্তন ঘটে এবং দেনমোহরের কিছু তাৎক্ষণিক ও কিছু বাকি রাখা প্রচলিত হয়। সুতরাং কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রথার সঙ্গে সঙ্গে বিধানেরও পরিবর্তন হতে পারে।

মানবরচিত আইনে উরফের অবস্থান

সাধারণভাবে প্রত্যেক উরফ ও রেওয়াজকে আইনগত মর্যাদা দেওয়া হয় না। কতগুলো শর্তে আদালত তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে (Amīnī 2014, 240-241)। শর্তাবলির কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল :

১. উরফ যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। এই প্রেক্ষিতে আইনের একটি ম্যাক্সিম বা স্বীকৃত নীতি হচ্ছে : 'কুপ্রথা বাতিলযোগ্য', অর্থাৎ, উরফের গ্রহণযোগ্যতা জনকল্যাণের শর্তের সঙ্গে যুক্ত।

২. উরফ অপরিহার্য হতে হবে, অর্থাৎ, একে জনগণের আবশ্যক ও জরুরি বলে বিশ্বাস করতে হবে। কোনো ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতামূলক চাপিয়ে দেওয়া রেওয়াজ উরফের মর্যাদা পাবে না।

৩. উরফ দেশের আইনের পরিপন্থী হলে তা অগ্রাহ্য হবে। আইন প্রণয়ন সংস্থা (যথা পার্লামেন্ট) কর্তৃক রচিত আইনের সঙ্গে সঙ্গতি থাকা আবশ্যক, অন্ততপক্ষে বিরোধ থাকবে না।

৪. সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত জারি থাকা (Long Lasting Custom হওয়া) জরুরি। আগে শর্ত ছিলো উরফ হবে স্মরণাতীতকালের, পরে এই শর্ত শিথিল করা হয়েছে; সুনির্দিষ্ট রেওয়াজ ও তদনুযায়ী জনগণের আমল প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট। তবে, গ্রহণযোগ্যতার জন্য এখনও রেওয়াজের সূচনাকাল প্রমাণ করা জরুরি মনে করা হয়ে থাকে। উপর্যুক্ত মেয়াদের শর্তটি খ্রিস্টান গির্জাধ্যক্ষগণ রোমান আইন থেকে গ্রহণ করেছিল।

৫. সাধারণ আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। রসম ও রেওয়াজ যদি পুরনো হয় তাহলে তার সাধারণ আইনের মধ্যে বিভিন্নতা থাকা উচিত নয়। এই শর্তের সম্পর্ক হচ্ছে নতুন রসমের সঙ্গে।

ফকীহগণ প্রায়ই উরফ ও রেওয়াজের দীর্ঘস্থায়িত্বকে বেশি গুরুত্ব দেননি। যেমন : সাহাবায়ে কিরামের সময় থেকে তার প্রচলিত হওয়া অপরিহার্য নয়। বরং পরে যখনই তার রেওয়াজ শুরু হবে তখন তার ওপর নির্ভর করা যাবে। এমনকি উরফ ও রেওয়াজ নামে বিধৃত যে সমস্ত বিধানের ইল্লত স্থিরীকৃত হবে সেসব বিধানের ক্ষেত্রে প্রতিযুগেই ইল্লত জারি হবে এবং উরফ বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিধানের রূপও বদলে যেতে থাকবে। এটিই গবেষক ফকীহগণের অভিমত।

চার মাযহাবে উরফের প্রয়োগ

উরফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে চার মাযহাবের ইমামগণের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। এটা জানা কথা যে, উরফের বিবেচনার ব্যাপার চার মাযহাবেরই ঐকমত্য রয়েছে। আল-কারাফী বলেছেন,

> أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك.
>
> উরফ সকল মাযহাবেই (বিবেচ্য হিসেবে) যৌথভাবে রয়েছে। কেউ তা অনুসন্ধান করলে দেখবে যে, সব মাযহাবের ইমামগণ উরফ স্পষ্ট কথা বলেছেন (Al-Qarāfī 2004, 448) ।

অসংখ্য মাসায়িল ও শাখা-মাসায়িল উরফের ওপর ভিত্তি করে নির্ণীত হয়েছে। ইমাম সুয়ূতী বলেছেন

> اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه، في مسائل لا تعد كثرة.
>
> জেনে রাখ, ফিকহের অসংখ্য মাসআলায় উরফ ও আদতকে বিবেচনায় আনা হয়েছে (Al-Suyūtī 2005, 90)।

হানাফী মাযহাব

১. **কুরআন শিখিয়ে বিনিময় গ্রহণ প্রসঙ্গে :** দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করে বাইতুল মাল থেকে ভরণ-পোষণ গ্রহণ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত (Ibn Qudāmah

1992, 8/138)। কিন্তু সাধারণভাবে কুরআন শিখিয়ে বিনিয় গ্রহণ করা যাবে কি-না এ-ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। পূর্ববর্তী হানাফী ইমামগণের মত হলো তা জায়েজ নয় (Al-Sarakhsi 1989, 16/37; Al-Kāsānī 2000, 4/191-194)। পরবর্তী হানাফী ফকীহগণ কুরআন শিক্ষা বা শরয়ী শিক্ষা প্রদানের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ জায়েজ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উরফ বা প্রচলনের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন (Ibn Humām 2003, 9/97)।

২. **কসমের ভিত্তি হলো উরফ :** হানাফী ইমামগণের মতে কসমের ভিত্তি হলো উরফ ও আদত (প্রথা ও অভ্যাস); উদ্দেশ্য বা নিয়ত নয়। কারণ, কসমকারী সমাজে যা প্রচলিত এবং সে যাতে অভ্যস্ত তাই ভেবে নিয়ে থাকবে। সুতরাং এটিই তার কসমের উদ্দেশ্য হবে (Al-Zuhaylī 2006, 4/36)।

৩. **অগ্রিম দেনমোহর প্রদান প্রসঙ্গে :** অগ্রিম দেনমোহর প্রদানের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হলো। স্বামী বললো, আমি দেনমোহর পুরোটা পরিশোধ করে দিয়েছি। স্ত্রী বললো, আমি কিছু গ্রহণ করিনি বা কিছু গ্রহণ করেছি। তাদের এই বিরোধ নির্জনবাসের আগে হলে স্ত্রী কসম খেয়ে তার বক্তব্য উত্থাপন করবে এবং স্বামী তার দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করবে। বিরোধ নির্জনবাসের পরে হলে এবং অগ্রিম দেনমোহর বা দেনমোহরের কিছু অংশ প্রদানের প্রথা না থাকলে স্ত্রীর বক্তব্য হলফের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য হবে। আর দেনমোহর বা দেনমোহরের কিছু অংশ অগ্রিম প্রদানের রেওয়াজ থাকলে সে অনুযায়ী তাদের উভয়ের বক্তব্য বিচার্য হবে। যেমন স্ত্রী বললো, আমি কিছু গ্রহণ করেনি; অথচ দেনমোহরের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ প্রদানের রেওয়াজ রয়েছে, তাহলে স্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং সে দেনমোহরের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করেছে বলে রায় দিতে হবে (Al-Zuhaylī 2006, 7/307)।

মালিকী মাযহাব

ইমাম মালিক ইবনে আনাস রা. নস না পাওয়া গেলে মদীনাবাসীর আমলকে শরয়ী দলীল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ, মালিকী মাযহাবে মদীনায় অনুসৃত প্রথাকে শরয়ী বিধানের একটি উৎসরূপ গণ্য করা হয়েছে।

ইমাম মালিক মদীনাবাসীর রেওয়াজ ও প্রথাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। আবু যাহরা বলেছেন, ফিকহে হানাফীর মতোই ফিকহে মালিকীও উরফ গ্রহণ করেছে এবং যে-ক্ষেত্রে অকাট্য শরয়ী দলীল পাওয়া যায়নি সেখানে ফিকহি মূলনীতি হিসেবে গণ্য করেছে। বরং হানাফী মাযহাবের চেয়ে মালিকি মাযহাবে উরফের প্রতি বেশি শ্রদ্ধা পোষণ করা হয়েছে। কারণ, দলিল পেশের ক্ষেত্রে জনকল্যাণ মালিকী মাযহাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। কোনো সন্দেহ নেই যে, সমস্যাহীন উরফ বা প্রথাকে বিবেচনায় আনা এক প্রকারের জনকল্যাণ। ফকীহের পক্ষে তা ত্যাগ করা সঙ্গত নয়;

বরং তা গ্রহণ করাই আবশ্যক। আমরা দেখি যে, মালিকী আলিমগণ উরফবিরোধী কিয়াসকে পরিত্যাগ করেছেন। কুরতুবী থেকে (ইসতিহসান অধ্যায়) বর্ণিত হয়েছে যে, উরফের কারণে কিয়াস পরিত্যাগ করাও জনকল্যাণের অংশ; বরং মালিকী আলিমগণের মতে উরফ ব্যাপকার্থক বিষয়কে বিশেষার্থক করে এবং শর্তহীন বিষয়কে শর্তযুক্ত করে (Abū Zahrah 1952, 448)।

মালিকী ফকীহ আল-কারাফী উরফ এবং ফাতওয়া ও হুকুমের ক্ষেত্রে একে বিবেচনায় আনা যে আবশ্যক তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। আল-কারাফী বলেছেন, তালাকের শব্দাবলি এবং অনুরূপ বিষয়ে মানুষের প্রথা ও রেওয়াজ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে মুফতির জন্য আবশ্যক হলো, ফাতওয়াপ্রার্থীর এলাকার প্রথা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেওয়া বা তাকে জিজ্ঞেস করা। মুফতির নিজের এলাকার প্রথা অনুযায়ী ফাতওয়া দেওয়া সঠিক হবে না। কাজী বা বিচারকের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য (Al-Qarāfī N.D., 1/44)।

কয়েকটি উদাহরণ

১. **মুদারাবা ব্যবসার লভ্যাংশ বণ্টন:** মুদারাবা ব্যবসায় অর্থের মালিক ও ব্যবসা পরিচালনাকারীর মধ্যে স্থিরীকৃত লভ্যাংশ নিয়ে মতবিরোধ হলে উরফ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। ব্যবসা পরিচালনাকারী যা দাবি করেছে তা প্রচলিত হলে হলফের সঙ্গে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথায় প্রচলন অনুযায়ী তাকে লভ্যাংশ দেওয়া হবে।

   ইমাম মালিক 'মুআত্তা'য় বলেছেন, কেউ কাউকে ব্যবসার জন্য অর্থ দিলো এবং ব্যবসাদার নির্দিষ্ট অংকের অর্থ লাভ করলো। সে বললো, আমি তোমার থেকে ব্যবসার জন্য অর্থ নিয়েছি এই শর্তে যে লভ্যাংশের দুই-তৃতীয়াংশ আমার। অর্থের মালিক বললো, আমি তোমাকে ব্যবসার জন্য অর্থ দিয়েছি এই শর্তে যে, লভ্যাংশের দুই-তৃতীয়াংশ আমার। এই ক্ষেত্রে উরফ বা প্রথা অনুযায়ী হলে ব্যবসাদারের কথা গ্রহণযোগ্য হবে; তবে তাকে হলফ করে তার দাবির কথা জানাতে হবে। কিন্তু ব্যবসাদার প্রচলনের চেয়ে বেশি লভ্যাংশ দাবি করলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং তাকে প্রচলিত লভ্যাংশই দেওয়া হবে (Mālik 1985, 1377)।

২. **নিশ্চুপ থেকে ক্রয়-বিক্রয় :** ক্রেতা পণ্যের মূল্য এগিয়ে দিলো এবং বিক্রেতা তা গ্রহণ করে পণ্য দিয়ে দিলো, কিন্তু কেউ কোনো বাক্য উচ্চারণ করলো না। মালিকী মাযহাব অনুযায়ী এমন ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হবে। আদ-দুসুকী বলেছেন, সম্মতি থাকলেই ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হবে, যদিও তা কোনোরূপ বাক্য উচ্চারণ ব্যতিরেকে হয়। অর্থাৎ, ক্রেতা পণ্য হস্তগত করলো এবং অন্য কেউ তার দাম দিয়ে দিলো; অথচ তাদের মধ্যে কোনো কথা হলো না, এমনকি ইশারা-ইঙ্গিতও

হলো না। কারণ এখানে সম্মতি পাওয়া গেছে। মানুষের মধ্যে এভাবে কেনা-বেচার রেওয়াজ রয়েছে। (Al-Dusūkī ND, 3/4)।

৩. **কবর থেকে চুরি করলে হাত কাটার বিধান :** যে পরিমাণ সংরক্ষিত বস্তু চুরি করলে হাত কাটা তা কবর থেকে চুরি করলেও হাত কাটা আবশ্যক হবে বলে ইমাম মালিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, কেউ কবর খনন করে হাত কাটা আবশ্যক হয় এমন বস্তু চুরি করলে তার হাত কাটা আবশ্যক হবে। কারণ, কবরে যা আছে তা সুরক্ষিত। ঘরের ভেতর থাকলে যেমন সুরক্ষিত, কবরেও তাই। তবে কবর থেকে কিছু বের না করলে হাত কাটা হবে না (Mālik 1985, 1377)।

শাফিয়ী মাযহাব

১. **পরিত্যক্ত ভূমি আবাদ করা প্রসঙ্গে :** পরিত্যক্ত ভূমি আবাদ করার দ্বারা মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলন কী রয়েছে তাই গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, প্রচলন ও রেওয়াজ জনকল্যাণ ও জনস্বার্থের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। পরিত্যক্ত ভূমিতে কেউ চাষাবাদ না করে বাসগৃহ নির্মাণ করতে চাইলে তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট জায়গায়র চারপাশে বাউন্ডারি দিয়ে নিতে হবে। এটিই প্রথা (Al-Zuhaylī 2006, 5/556)।

২. **ভিন্ন শব্দে ভাড়া নেওয়া প্রসঙ্গে :** ভাড়ার জন্য যেসব শব্দ প্রচলিত রয়েছে সেগুলো ব্যতিরেকে ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে ভাড়া নিলে তা সহিহ হবে না। যেমন কেউ বললো, আমি তোমার বাড়িতে কয়েকদিন থাকবো, বিনিময়ে তোমাকে এত টাকা দিবো। এভাবে ভাড়া নেওয়ার প্রচলন থাকলে তা সঠিক হবে, অন্যথায় এই চুক্তি সঠিক হবে না (Al-Zuhaylī 2006, 6/638)।

হাম্বলী মাযহাব

১. **পানি দুর্লভ হলে তায়াম্মুম প্রসঙ্গে :** কোনো এলাকায় পানি এতটা দুর্লভ যে, কেনা ছাড়া আশপাশে কোথাও পানি পাওয়া যায় না। সাধারণ রেওয়াজ অনুযায়ী পানির যতটা দাম হওয়া দরকার ততটা দামই যদি থাকে বা কিছুটা বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই পানি কিনে ওজু করতে হবে, তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে না। কিন্তু পানির দাম কেনাবেচার রেওয়াজের চেয়ে অনেক বেশি হলে তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে (Al-Bahūtī 1993, 1/180-181; Al-Bahūtī 2003, 2/52)।

২. **হায়েজ হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ও হায়েজের সর্বনিম্ন সময় :** হায়েজ হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স হলো ৯ বছর এবং হায়েজের সর্বনিম্ন সময় হলো এক দিন ও এক রাত। এমন কোনো নারী পাওয়া যায়নি যার ৯ বছর বয়সের আগেই হায়েজ শুরু হয়েছে এবং এমনও কোনো নারীকে পাওয়া যায়নি যার হায়েজকাল ছিলো

এক দিন ও রাতের চেয়ে কম। শরীয়ত হায়েজ হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ও হায়েজের সর্বনিম্ন সময় বেঁধে দেয়নি। সুতরাং উরফ বা প্রথাই এই ক্ষেত্রে মীমাংসাকারী হবে (Al-Bahūtī 1993, 1/226; Al-Bahūtī 2003, 1/546)।

৩. **নামাজে সতরের কিছু অংশ খুলে যাওয়া প্রসঙ্গে :** নামাজের মধ্যে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে সতরের কিছু অংশ খুলে যায়, যেটাকে মানুষ সাধারণভাবে গর্হিত বা অশ্লীল মনে করে না এবং সামান্য সময় খোলা থেকে ঢেকে যায় তাহলে নামাজ ভাঙবে না। কিন্তু সতরের এমন অংশ খুলে গেলে সেটাকে সাধারণভাবে অশ্লীল বা গর্হিত মনে করা হয় এবং এতটা সময় খোলা থাকে যেটাকে বেশি সময় মনে করা হয় তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে (Al-Bahūtī 1993, 1/303)।

৪. **নামাজে নড়াচড়া করা :** কেউ নামাজে ধারাবাহিকভাবে বেশি নড়াচড়া করলে তার নামাজ ভেঙে যাবে। চাই সে তা ইচ্ছা করে করুক, অনিচ্ছাকৃতভাবে করুক বা অজ্ঞতার কারণে করুক। তবে অতিশয় আবশ্যক হলে তা ভিন্ন কথা। কারণ, নামাজে কতটুকু নড়াচড়া করা যাবে তার নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। বরং মানুষ তাদের রেওয়াজ অনুযায়ী যেটাকে বেশি মনে করে সেটাই নামাজ ভঙ্গের কারণ হবে (Al-Mirdābī 1997, 2/97)।

৫. **যায়তুন ও আঙ্গুরের যাকাত প্রসঙ্গে :** হাম্বলী ইমামগণের মতে যায়তুন ও আঙ্গুরে যাকাত আবশ্যক হবে না। কারণ, এই দুটি ফল গুদামজাত করে রাখার কোনো রেওয়াজ নেই (Al-Bahūtī 1993, 2/228)। একইভাবে যেসব ফল গুদামজাত করে রাখার রেওয়াজ নেই সেগুলোতেও যাকাত আবশ্যক হবে না।

৬. **রুপার আংটি পরা প্রসঙ্গে :** পুরুষের জন্য রুপার আংটি পরা বৈধ, তা এক মিসকালের বেশি হলেও। তবে তা যেন প্রথাবহির্ভূত না হয়। কোনো এলাকায় সাধারণভাবে মানুষ আংটিতে যতটুকু রুপা ব্যবহার করে ততটুকুই করা যাবে (Al-Bahūtī 1993, 2/267)।

উপসংহার

কোনো আচার বা কাজে যখন মানুষের মন ঝুঁকে পড়ে এবং এর কল্যাণকর দিকটি তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখনই মানুষের মধ্যে ওই আচার বা কাজের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। এভাবে তা উরফ তথা প্রথা ও রেওয়াজে পরিণত হয়। দীর্ঘদিন ধরে চর্চিত হওয়ার ফলে মানুষের মন ও মগজে উরফের প্রভাব বদ্ধমূল থাকে এবং তা জীবনের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। একে বাদ দিয়ে জীবনযাপনের কথা ভাবা যায় না। ইসলামী শরীআহ সব কালে ও সব যুগে সমানভাবে প্রযোজ্য, সকল মানুষের জন্য উপযোগী ও কল্যাণকর। তাই ইসলামী ফিকহে প্রথা ও রেওয়াজের

গুরুত্ব অপরিসীম। ফিহহের প্রায় সব শাখায় প্রথা ও রেওয়াজ বিবেচ্য বিষয়। ফিকহের ইবাদাত, মুআমালাত, অপরাধ ও শাস্তি ইত্যাদি শাখায় বিধান প্রণয়নে প্রথা ও রেওয়াজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রথা ও রেওয়াজ যতদিন চালু থাকে তার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত বিধানও ততদিন চালু থাকে। উসূলবিদগণ উরফকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করেছেন এবং এর ওপর ভিত্তি করে আইন প্রণয়নের কিছু শর্ত স্থির করেছেন। সবসময়ই এই শর্তগুলো প্রযোজ্য। উরফের ওপর ভিত্তি করে রচিত শরয়ী বিধানের সংখ্যা অগণিত এবং এভাবে বিধান রচনার ধারা অব্যাহত থাকবে। ইসলামী শরীআহ জনস্বার্থ ও মানবকল্যাণকে সবসময় এগিয়ে রাখে। সুতরাং নতুন শরয়ী বিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই উরফ বা প্রথা ও রেওয়াজকে বিবেচনায় আনতে হবে, অন্যথায় তা পালন করা মানুষের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū Sunnah, Aḥmad Fahmī. 2004. *Al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*. Cario: Dār al-Baṣā'ir

Abū Zahrah, Muḥammad Aḥmad Mustafā. 1952. *Mālik : Ḥayātuhū wa Asruhū - Arāuhū wa Fiqhuhū*. Caireo: Dār al-Fikr al-Arabi.

Aḥmad ibn Ḥambal. 1999. *Musnad*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Bahūtī al-Hambalī, Mansūr ibn Yūnus. 1993. *Sharh Muntaha al-Iradat*. Beirut: Alam al-Kutub.

Al-Bahūtī al-Ḥambalī, Mansūr ibn Yūnus. 2003. *Al-Rawd al-Murabba' bi-Sharh Jād al-Mustanqa'*. Beirut: Alam al-Kutub.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muḥammd ibn Ismā'īl. 1987. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Al-Dusūkī, Muḥammad ibn Aḥmad. ND. Ḥāshiyat alā Al-Sharh al-Kabīr. Beirut: Dār al-Fikr.

Ali, Dr. Ahmad. 2018. *Tulonamulak Fiqh*. Dhaka: Islamic Law Research and Legal Aid Center

Al-Jurjānī, Abū Bakr ‘Abd al-Qāhir ibn ‘Abd ar-Raḥman ibn Muḥammad. 1983. *Kitāb al-Ta‘rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Kāsānī Al-Hanafi, Alā al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Aḥmad. 1986. *Badāi‘ al-Sanāi‘ fī Tartīb al-Sharāi‘*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Kāsānī Al-Hanafi, Alā al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Aḥmad. 2000. *Badāi‘ al-Sanāi‘ fī Tartīb al-Sharāi‘*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Mirdābī al-Sa‘dī al-Hambalī, Alā al-Dīn Abū al-Hasan ‘Alī ibn Sulaimān ibn Aḥmad.1997. *Al-Insāf fī Ma‘rifa al-Rajih min al-Khilāf*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Abū al-'Abbas Aḥmad. 2004. *Sharh Tanqih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-Usul*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn. ND. *Al-Furuq, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Riyad: Dār Alam al-Kutub

Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Abū Bakr. 1989. Kitāb Al Mabsūt. Bairut: Dār al-Ma‘rifa.

Al-Shatibī, Abū Ishaq. 2004. *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Shari'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān ibn Abū Bakr ibn Muḥammad Jalāl al-Dīn. 2005. *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. 2004. *Al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Āmm.* Beirut: Dār al-Qalam.

Al-Zuhaylī, Wahbah Mustafā. 2006. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Bairut: Dār al-fikr.

Amin, Dr. Muhammad Ruhul. 2017. *Islami Ainer Utsha*. Dhaka: Islamic Law Research and Legal Aid Center.

Amīnī, Muḥammad Taqī. 2014. *Islami Fiqher Oitihashik Patabhumi (Islami Fiqh ki Tarikhi Pase Manzar)*. Translated by: Abdul Mannan Talib. Dhaka: Islamic Law Research and Legal Aid Center.

Badrān, Badrān Abūl ‘Ainain. 1969. *Usul al-Fiqh*.

https://www.law-arab.com/2017/03/Custom-legislation.html. accessesd: 24-10-19

Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amin Ibn 'Umar Ibn 'Abd al-'Aziz al-Hanafi. 2014. *Majmu' Rasa'il*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Amīr Hājj, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad. 1983. *Al-Taqrīr wa al-Tahbīr*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Fāris, Abū Al-Husayn Aḥmad Ibn Fāris al-Qazwīnī. 2008. *Mu'jam maqayis al-lughah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Ḥazm al-Zāhirī, Abū Muḥammad Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd Ibn Ḥazm. ND. *Maratib al-ijma' fi al-'ibadat wa-al-mu'amalat wa-i'tiqadat*. Bairut: Dār al-fikr.

Ibn Humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abd al-Wāḥid ibn ‘Abd al-Hamīd. 2003. *Fath al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn Alī ibn Aḥmad ibn Manzūr al-Ansārī. 2000. *Lisān al-ʿArab*. Beirut: Dār Sādir.

Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. 1992. *Al-Mughnī fī Fiqh Aḥmad ibn Ḥanbal*. Cairo: Hajar.

Mālik ibn Anas ibn Mālik al-Aṣbaḥī.1985. *Al-Muwatta*. Egypt: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī.

Muslim, Abū al-Husaīn Muslim ibn Hajjāj. 2003. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār al-Fikr.